ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন -ত্রিপুরা

মন্ত্রিবাড়ী রোড, আগরতলা ।

প্রেস মিট

বিগত ১০ বছরে আর্থিক কর্মকাণ্ড ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে সার্বিক সাফল্যের নজির। বর্তমানে ব্যাঙ্কের ৬২টি শাখা ও ৪টি এক্সটেনশন কাউন্টারের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের দ্বারপ্রান্তে পরিষেবা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক প্রায় সর্বত্র শাখা স্থাপন করে ইতিমধ্যেই রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক হলো ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক। ফলে দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের গতি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক সারণীর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হল।

	২০০৬-০৭	২০১৭-২০১৮
আমানত—	২৬২ কোটি টাকা	২৬২২ কোটি টাকা
ঋণ দান—	১২৮ ,, ,,	১৪৪০ ,, ,,
মোট ব্যবসা—	৩৯০ ,, ,,	৪০৬২ ,, ,,
লাভ/ক্ষতি—	৭.৫০ ,, (ক্ষতি)	২৩ কোটি ,, (লাভ)

সদর্থক এই অগ্রগতির পথ খুব মসৃণ ছিল না। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-র ধারাবাহিক দৃঢ় আন্দোলনের ফলে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্তির দাবী পূরণ হয়। তাঁদের সুদক্ষ পরিচালনার পাশাপাশি ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টাই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমানের সাফল্য সূচিত করেছে, যার ভিত্তিভূমি তৈরী করে দিয়েছে ব্যাংকের বর্তমান পরিচালন বোর্ডের সময়োচিত সিদ্ধান্ত।

সাফল্যের সঙ্গে অগ্রগতির মধ্যেই সম্প্রতি কিছু ঘটনা গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। বৈদ্যনাথন কমিটির সুপারিশ অনুসারে ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি লঙ্ঘন করে, ইদানিং সময়ে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাজ্য সমবায় দপ্তরের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা গেছে। যা প্রস্তাবিত চুক্তি অনুসারে সংশোধিত বাই-ল অনুযায়ী ব্যাংকের স্বাধীকার ভঙ্গ করে। অথচ সংশোধীত বাই-লকে অবজ্ঞা করে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে অবিলম্বে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের সমবায় নিয়ামক। যা বোর্ড অব ডিরেক্টরদের এক্তিয়ারের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ। এতে ব্যাংকের আর্থিক, ব্যাবসায়িক এবং পরিষেবামূলক সার্বিক কর্মকাণ্ড মুখ থুবড়ে পড়েছে। যা একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না।

শুধু তাই নয়, স্থানীয় সবাদপত্রগুলোতে ৩ (তিন) বার বিজ্ঞাপন দিয়েও সমবায় দপ্তরের অসহযোগিতার কারণে এ বছর সময়ে ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম) আয়োজন করা যায় নি। ফলে প্রকাশ করা যায়নি ব্যালেন্সশীট ও লাভ ক্ষতিসহ ব্যাংকের অন্যান্য হিসেবের তথ্য। এই সব তথ্য প্রকাশের জন্য যেমন এ জি এম অবশ্য করণীয়, একই ভাবে পরবর্তী বছরের বাজেটও এ জি এম ছাড়া অনুমোদিত হয়না। ফলে ব্যাংকের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এর মন্দ প্রভাবের পাশাপাশি আশঙ্কা ও দোলাচলে থাকবেন গ্রাহকরাও।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক, ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে গোটা রাজ্যবাসীর স্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংককে রক্ষা করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠিও দেয়া হয়। অথচ গত ৩০শে অক্টোবর মাননীয় রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স মোতাবেক সমবায় নিয়ামক ব্যাংকের বর্তমান পরিচালন বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে সমবায় দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী শ্রী বরুণ কুমার সাহু-কে ব্যাংকের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছেন।

এই পরিচালন কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর ধারা ৭৪(১)(৯) তে সংশোধনী এনে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে নোটিফিকেশনটি জারি করা হয়। যা এক নজিরবিহীন ঘটনা।

আমাদের সংগঠনের অভিমত---

১) মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক কো-অপারেটিভ আইন সংশোধনের লক্ষ্যে জারি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইন সংশোধন করে নির্বাচিত বোর্ডকে ভেঙ্গে দেওয়ার মতো ঘটনা অনৈতিক ও স্বাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ।

২) এই অর্ডিন্যান্স ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও নাবার্ডের মধ্যেকার ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তিকে উলঙ্ঘন করেছে।

৩) এই অর্ডিন্যান্স বৈদ্যনাথ কমিটির সুপারিশের এবং সমবায় ব্যাংক-কে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার মূল ভাবনার পরি পন্থী।

বন্ধুগণ, আমরা আশাঙ্কিত রাজ্যের অন্যতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তেমনি আমরা উদ্বিগ্ন ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করার প্রশ্নে। কেননা এই অর্ডিন্যান্স যা পরবর্তী সময়ে আইনে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে তার পরিণাম সুদূরপ্রসারি হতে বাধ্য এবং এতে ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে বলে আমরা মনে করি না।

তাই উপরোক্ত বিষয়গুলো রাজ্যের মানুষের জ্ঞাতার্থে আমরা তুলে ধরেছি। আপনারা আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য ত্রিপুরার জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন, এই প্রত্যাশা রাখছি।

শুভেচ্ছা সহ—

(জহর লাল দে)
সাধারণ সম্পাদক